Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সুলভ ভাণ্ডার

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ — চাউলপটি

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে আষাঢ় বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 11th July. 1956 | ৯ম সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৫৬

১৯৪৬ সালের ডিক্রীজারী

১১ মনি ডিঃ ঈশ্বরচন্দ্র পাঁড়ে দেঃ বৈদ্যনাথ চৌধুরী দিঃ দাবি ২৪।৵০ থানা ফরক্কা মৌজে কুলি ৬৩ শতকের কাত ১৸৵৬ আঃ ৫০৲ থং ১২৪৬

৭৯ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেঃ জগন্নাথ মণ্ডল দিঃ দাবি ৩৩৵৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে চণ্ডীগ্রাম ব্রাহ্মণপাড়া ১০০ শতকের কাত ৪৸৵১০ আঃ ৫০৲ থং ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬

৮০ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২৩।৵০ থানা ঐ মৌজে চণ্ডীগ্রাম রঘুনাথপুর ১-২৭ শতকের কাত ৭৸৵৩ আঃ ৫০৲ থং ৪০৯

৮১ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২১৸৵০ মৌজাদি ঐ ৪-২৪ শতকের কাত ১০॥৵৬ আঃ ২০০৲ থং ৩৮৮

৮২ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২৯।৵১০ মৌজাদি ঐ ৪-৯৪ শতকের কাত ১৪৸৵১ আঃ ২০০৲ থং ৪০২

৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২৮॥৵৩ মৌজাদি ঐ ১-৯৭ শতকের কাত ৯।৵০ আঃ ৫০৲ থং ৩৯৮

৯৫ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেঃ রমজান সেখ দাবি ২৪।৩ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে রতনপুর ৩৪ শতকের কাত ৩৵০ আঃ ৩৫৲ থং ৪৩

৯২ খাং ডিঃ ঐ দেঃ শীতল মিস্ত্রী দাবি ১৩৸৵৯ পাই মৌজাদি ১০৮ শতকের কাত ৪।৵৮ আঃ ১৫০৲ থং ২২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

"পিঁপড়ে কয় দর্প ক'রে— পর্ব্বত নিয়ে গর্ত্তে যাব"

—•—

হীন প্রাণীর অসাধ্য সাধনের প্রয়াস বর্ণনা করিয়া বাংলার পল্লীগ্রামের এক কবিওয়ালা এই গানটি গাহিয়াছিলেন—

"পিঁপড়ে কয় দর্প ক'রে—
পর্ব্বত নিয়ে গর্ত্তে যাব।
হেঁসে কয় জোনাক পোকা,
তেলের মণ একশো টাকা
চাঁদ সূর্য্যে হারিয়ে দিয়ে
ঘরে ঘরে "চেরাগ" দিব।
চেঁচিয়ে কইছে শকুন—
চুনের দর হলো দ্বিগুণ
কাক চিলকে সঙ্গে নিয়ে,
সবার ঘরে চুন যোগাবো।"

গানটি মনে পড়ে গেল বিহার বিধান সভায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত বিহার-পশ্চিমবঙ্গ (ভূমি হস্তান্তর) বিল আলোচনা কালে উক্ত বিলটিকে পরিহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্বে কতিপয় সদস্য যে সব গরম গরম প্রচণ্ড বুলি সম্বলিত বক্তৃতা করিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করিয়া। রামায়ণে কথিত আছে যে ভরতের গর্ভধারিণী কৈকেয়ী যেমন মহারাজ দশরথের নিকট শুধু ভরতের রাজসিংহাসন প্রাপ্তির বর প্রার্থনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, রামচন্দ্রের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসনের বরও চাহিয়া তাহার বনগমনের ব্যবস্থা করিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন, সীতারাম" এই রামধুন গানের একনিষ্ঠ ভাব-সদস্য ভেইয়া তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া আব্দার করিয়াছেন ও সরকারকে সৎপরামর্শ দিয়া উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—প্রদেশ হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের অস্তিত্ব বিলোপ করা হউক। কলিকাতাকে কেন্দ্রীয় সরকারের খাস অধীনে আনিয়া, বাকী পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ বিহারের ও কিয়দংশ আসামের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। রাবণের মামা কালনেমী যেমন লঙ্কা ভাগ করিয়া ভাগ্নের রাণী মন্দোদরীকেও হস্তগত করিবার মতলব করিয়াছিল, বিহারের এই কালনেমীটি বেশ রাজনীতি-বিশারদ তো! এই সব প্রকৃতির সদস্যরা মনে করেন যে পশ্চিম বাংলা যেন তাদের বাপ-বরাপের খাস তালুকের সামিল।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বচনামৃত শ্রবণ করিলে প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষীর প্রাণে পুলক সঞ্চার হইবে। বাংলার প্রাপ্য অংশ বাংলাকে কিছুতেই দিব না—এ কথা বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বিহার বিধান সভায় বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে ব্যক্ত করিয়াছেন—বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের সংযুক্তি প্রস্তাব তিনি এখনও কার্য্যকরী করিতে চান। অর্থাৎ বিহারের যে সব অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গের সহিত যুক্ত করিতে চান, তাহা তো তিনি দিবেনই না, উপরন্তু সমস্ত পশ্চিম বাংলাই গ্রাস করিতে চান। তাঁহার মতে ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। উনি কি বিহারের সহিত বাংলার সংযোগ স্বপন দেখিয়া এতদিন পরেও স্ব-পণ রক্ষায় সজাগ হইয়াছেন। বাংলা যে বিহারের কোমল কক্ষে স্থান পাইবার আশঙ্কাকে চিরতরে দূরীভূত করিয়াছে তাহা ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সিংহের এই দম্ভোক্তি শুনিয়া কৈলাসে মহাদেবের নিকট গরুড়ের আগমন রহস্যটি মনে পড়িতেছে।

একদিন বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ তাঁহার বাহন খগরাজ গরুড়কে কৈলাসে শিব-সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন সর্পজাতি মাত্রেই গরুড়ের আহার্য্য। গরুড় মহাদেবকে প্রণাম করিবা মাত্র তাঁহার অঙ্গের ভূষণ সর্পগুলি গরুড়ের দিকে ফণা উত্তোলন করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতেছে। সর্পগুলির বীরত্ব দেখিয়া গরুড় বলিয়াছিলেন—

জানামি রে সর্প তব প্রতাপং
কণ্ঠেস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থান-স্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।

বাঙ্গালী মাত্রেই শ্রীসিংহের গর্জ্জনকে তদ্রূপই মনে করিবে।

বিহার কর্ত্তৃক কবলীকৃত উৎপীড়িত বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চল যত দিন পশ্চিম বাংলার সহিত সংযুক্ত না হয় তত দিন বাঙ্গালী কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। বাংলার বিদ্রোহী কবি উদাত্ত স্বরে গাহিয়াছেন—

"সেদিন হইব ক্ষান্ত—
যবে উৎপীড়িতের করুণ ক্রন্দন
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
রণভূমে আর রণিবে না।
সেদিন হইব ক্ষান্ত।"

মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণের আহ্বান

গত ৮ই জুলাই হায়দরাবাদে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত গান্ধী ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সময় বলেন—গান্ধীজীর স্মৃতি রক্ষার জন্য এই সমস্ত স্মৃতি-সৌধ প্রয়োজনীয় কিনা এবং তাঁহার স্মৃতি কি ইট ও সুরকীর দ্বারা রক্ষা করা উচিত না তাঁহার দ্বারা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রচারিত আদর্শ এবং উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া গান্ধী-স্মৃতি রক্ষা করা উচিত? এই বলিয়া তিনি (রাষ্ট্রপতি) ভারত-বাসীগণকে জিজ্ঞাসা করেন—তাঁহারা গান্ধী-প্রদর্শিত পথে চলিতেছেন কি না?

তিনি আরও বলেন—"আমি বলিতে পারি না যে তাঁহারা বিপরীত দিকে চলিতেছেন। তবে আমি (রাষ্ট্রপতি) শুধু বলিতে পারি যে, আমরা (স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সমেত) যে পথে চলিতেছি তাহা তাঁহার আদর্শের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য যুক্ত নহে এবং আমাদের সমাজের গঠন তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন সেরূপ নহে।"

আমরা গান্ধীজীর একটি মহান্ উপদেশ যাহা মানিয়া চলিলে দেশে অন্নের ও বস্ত্রের হাহাকার থাকিত না। সেই উপদেশ—**দরিদ্র ভারতের কোনও রাজপুরুষের মাসিক বেতন ৫০০৲ পাঁচ শত** টাকার বেশী লওয়া উচিত নহে। আমাদের পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নিজের মাহিনা ৫০০৲ টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়া মহাত্মাজীর এই দারুণ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া পশ্চিম বাংলার গৌরব রক্ষা করিয়া অনেক হোমরা-চোমরার দম্ভোন্নত শির অবনত করিয়া দিয়াছেন।

শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা
শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।

বহরমপুরের শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করিয়া তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ফৌজদারী মামলার শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। ক্রমে ফৌজদারী মামলায় বেশ প্রসার লাভ করিলেন। এডভোকেট হইলেন। গত পূর্ব্ব বৎসর সারা পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের ব্যবহারজীবী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মুক্তি মৈত্র হাইকোর্টের এডভোকেট হইলেন, পুত্র শ্রীমান্ স্বাধীন সান্যাল গতবারে এম.এ. ও ওকালতি পাশ করিয়াছেন। পুত্র ও কন্যা প্রায় পিতার সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইলেন, দেখিয়া তাঁহার ভাগ্যদেবতা শশাঙ্ক বাবুর পিতৃত্বের আসন আরও উঁচু করিয়া ধরিলেন। এবারে শশাঙ্ক বাবু স্বাধীন ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। মোক্তারি সেরেস্তায় কাজ শিখিতে সুরু করিয়া আজ তিনি সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট।

কাশিমবাজারাধিপতি দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের, লালগোলাধিপতি মুক্তহস্ত মহারাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণের ভূরি ভূরি জাজ্বল্যমান দানের পার্শ্বে স্বীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর পূণ্য স্মৃতির জন্য ২০০০/৩০০০ হাজার টাকা দান করিতে শশাঙ্ক বাবুর একটুকুও ইতস্ততঃ বা সঙ্কোচ নাই দেখিয়া আমরা আশা করিতেছি এই দান কার্য্যেও যেন তিনি সুপ্রিম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হউন। তখন শ্লোকটি সম্পূর্ণ হইবে।

শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।
শনৈঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

অন্তিম আকাঙ্ক্ষা

মিরাজ তালুকের পাণ্ডুরঙ্গ তাতিয়া সিদ্ধ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহাকে চরম দণ্ড দিবার জন্য যখন ফাঁসি মঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়, তখন প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাহার শেষ আকাঙ্ক্ষা কি জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে উত্তর করে—সে একটি বিড়ির ধূম পান করিতে চায়।

বনমহোৎসব

এবারে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে সপ্তম বার্ষিক বনমহোৎসব পালন উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন সহ বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ১লা জুলাই সকাল ৭॥০ ঘটিকায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী কোর্ট প্রাঙ্গণে বিশেষ সমারোহে বনমহোৎসব পালন করা হয়। প্রথমে মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক একটি কোহিতুর আম্রের চারা রোপিত হইলে রঘুনাথগঞ্জ প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেদমন্ত্র পাঠ করেন। তৎপর মহকুমা শাসক মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ এবং সময়োপযোগী মূল্যবান বক্তৃতার দ্বারা বনমহোৎসবের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। সকাল ৯ ঘটিকায় মহকুমা শাসক কর্ত্তৃক আর একটি আম্রচারা স্থানীয় মুন্সেফী আদালতে রোপিত হয়। ২রা জুলাই বৈকালে শ্রীচৌধুরী স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্কে বৃক্ষ রোপণ করেন। ইহা ব্যতীত ৩রা, ৪ঠা, ৫ই, ৬ই এবং ৭ই জুলাই যথাক্রমে সাগরদীঘি থানা, হাসপাতাল, ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী, ফরাক্কা থানা, সুতী থানা ও জঙ্গিপুর কলেজে বনমহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন বৃক্ষ রোপিত হয়।

জঙ্গিপুর মহকুমা প্রচার আধিকারিক।

বিজ্ঞপ্তি

আমি জঙ্গীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ১৯৫৫।৫৬ সালের হিসাব পরীক্ষা (Statutory audit) আরম্ভ করিয়াছি। উক্ত ব্যাঙ্কের অংশীদার ও আমানতকারীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ পাশবহির হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও কোন আপত্তি থাকিলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জঙ্গীপুর সেঃ ব্যাঙ্ক আফিসে ২৫শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই মধ্যে জানান, অন্যথায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাব চূড়ান্ত ও সঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। এতদসম্পর্কে আরও জানান যায় যে আমানতকারীগণের নিকট পৃথক ভাবে Verification slip পাঠান হইতেছে।

ইতি তাং ১০।৭।৫৬

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
ইন্সপেক্টর, কোঃ অঃ সমিতি, বহরমপুর (R.A.)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

২৪৫ থাং ডিঃ গৌরীশঙ্কর রায় দেং নির্ম্মলাবালা দেবী দাবি ৪৬২৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৩০ শতকের কাত ।৵৯ আঃ ৫০৲ খং ৭৯২

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১০১ থাং ডিঃ সেবাইত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দেং শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী দাবি ১৪।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ৯৯ শতকের কাত ৷৵০ আঃ ৯৫৲ খং ১৬

১০২ থাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং সেমসাদ আলী সেখ দিং দাবি ৫৫৸৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তালাই ৩-৯০ শতকের কাত ১৬৷৵৬ আঃ ৩৯০৲ খং ২০২

৮৯ থাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলক্ষা দেং সুদর্শন পাঁড়ে দাবি ৩৩।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ২-৭৪ শতকের কাত ১৭৩ আঃ ২৭০৲ খং ৮০১

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।